জন সংহতি কেন্দ্র

বাৎসরিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

JSK
জন সংহতি কেন্দ্র

জিও বলাকা অ্যাপার্টমেন্ট, পি৩৪৮ বসুনগর
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০ ১২৯

জন সংহতি কেন্দ্র

বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০২১ -২০২২

জন সংহতি কেন্দ্র (কেন্দ্র) বা জেএসকে ১৯৮৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কাজ শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে, গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক কাজের জন্য জন সংহতি কেন্দ্র পরিচিত। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্র পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত মানুষদের সাহায্য ও সমর্থন করে আসছে।
৩৮ বছরে অনেক চড়াই-উতরাই ও উত্থান-পতন অতিক্রম করার পর, কেন্দ্র সফলভাবে রাজ্যের দশটি জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার) ৯০০ টির ও বেশি গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। সেবা এবং সহায়তার পাশাপাশি, উন্নয়নমূলক কাজের উপর জোর দিয়ে জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্র একসাথে কাজ করে।

আমাদের লক্ষ্য

জন সংহতি কেন্দ্র সুযোগসুবিধা বঞ্চিত ভুক্তভোগী মানুষজনকে আশা ও আকাঙ্খা দিতে চায়, তাদের ক্ষমতায়িত করে তাদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে চায়।

আমাদের উদ্দেশ্য

ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর এবং দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা করা এবং ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জীবনে সুসংহত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- কর্মজীবী নারীদের উন্নয়নে সহায়তা করা, বিশেষ করে ক্ষেতমজুর এবং দিনমজুর পরিবারের।
- সমাজে সংলাপের পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া।
- লোক সংস্কৃতির প্রচার ও সংরক্ষণ।
- প্রান্তিক কৃষক, যুবক ও গ্রামীণ পরিবার, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে জীবিকার বিকল্প উপায় উদ্ভাবন ও প্রচার করা।
- সরকারী, অসরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের সহযোগিতায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

জীবন জীবিকা

জন সংহতি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাষবাস

জন সংহতি কেন্দ্র ১৯৯১ সাল থেকে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে নিজেদের জমিতে ১২ মাস চাষবাস করে থাকে। এই চাষবাসের কাজের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গ্রামের কৃষিজীবী মানুষকে চাষবাসের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্যশস্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রান্না ঘরের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা হয়।
বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত জমিকে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক এবং জৈব চাষে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলছে, এই কাজে কেন্দ্র বেশ কিছুটা সফলতা অর্জন করেছে।

পুষ্টিবাগান

গ্রামের প্রান্তিক পরিবারগুলিকে বিশেষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ও নিজেদের প্রয়োজনের শাকসবজি বাজার থেকে না কিনে নিজেরাই চাষ করে খাওয়ার জন্য আমরা একটি পুষ্টিবাগান প্রকল্প শুরু করেছি। এটি প্রান্তিক মানুষজনকে বাজারমুখী না করে ঘরমুখী করার একটি ছোট প্রচেষ্টা। বাজারি অর্থনীতির বাইরে নিজেদের প্রচেষ্টায় বিকল্প অর্থনীতির মাধ্যমে উন্নয়ন করার জন্য এটি একটি প্রয়াস।
৯ টি জেলা থেকে ৬০ জন যুবক যুবতীকে (৫৩ জন নারী) চিহ্নিত করা হয়েছে - পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া, আলিপুরদুয়ার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর। বোলপুর মানব জমিন নামে একটি

অসরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞ সংস্থার দক্ষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে তাদের পুষ্টি বাগান করা এবং পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সাথে সাথে তাদের শেখানো হয়েছিল যে তারা অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ কিভাবে দেবে এবং নিয়মিত কিভাবে পুষ্টিবাগানগুলি দেখাশোনা করবে। আমাদের প্রশিক্ষকরা এখন পর্যন্ত ১৭,৬০০ পরিবারকে বীজ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তবে ১৫৬০০ পরিবার সাফল্যের সঙ্গে পুষ্টিবাগান করেছেন। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার ৩টি চা বাগান– কালচিনি, রায়মাটান ও মধু বাগানের ২০০ টি পরিবার করে মোট ৬০০ পরিবার পুষ্টি বাগান করেছেন। চা বাগান এলাকায় ৪ জন প্রশিক্ষিত কর্মী (১ জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা)। এই পুষ্টি বাগানগুলি তত্ত্বাবধান করছেন। বাগানকারীরা তাদের বীজ সংরক্ষণ, পশুপাখির এবং রান্নাঘরের বর্জ্যের মতো প্রাকৃতিক উৎস থেকে সম্পূর্ণ জৈব সার এবং কীটনাশক তৈরির বিষয়েও শেখানো হয়েছে এবং তারা সেইভাবেই বাগান পরিচর্যা করছেন। সবজি বীজ সংরক্ষণ ও তা পুনরায় পুষ্টি বাগানকারীদের পরবর্তী চাষ করার জন্য বিলি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে 'সবজি বীজ ব্যাঙ্ক' তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র কাজ করছে। পুষ্টি বাগানের সামগ্রিক কাজ মূল্যায়ণের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক নমুনা সমীক্ষা করে একটি মূল্যায়ণ প্রতিবেদনও তৈরি করা হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে পুষ্টি বাগান সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক সাফল্যের চেহারা ফুটে উঠেছে।

এছাড়া গোবরডাঙ্গায় জৈব মেলায় বিভিন্ন জেলা থেকে পুষ্টি বাগানের অগ্রণী কর্মীরা হাতে কলমে জৈব সার তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সেখানে পুষ্টি বাগানে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা সভায় গুরুত্ব সহ আলোচনা করা হয়েছে।

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ৬ জন ছাত্রছাত্রী ইন্টার্ন হিসাবে জৈবসার তৈরি ও পুষ্টি বাগান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ এবং মিটিংএ বিপুল সংখ্যক যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণ সফলভাবে করাতে পেরেছি। যুবক–যুবতীদেরকে প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা হয়েছিল যে, তারা পুষ্টিবাগান উদ্যোগের জন্য ছোট ছোট দলকে প্রশিক্ষণ দেবে এবং বাজারি অর্থনীতির বাইরে এক বিকল্প গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করবে।

বীজ ব্যাঙ্ক

ক্ষুদ্র কৃষকদের বীজ স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ ও হাসনাবাদে বীজ ভাণ্ডার করার জন্য ধান বীজ দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত ফসল বীজ হিসাবে সংরক্ষণের জন্য বীজ ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে। আগামী দিনে এই উদ্যোগ আরও প্রসারিত হবে এমনটা আশা করা যায়। পুষ্টি বাগানের বীজ সংরক্ষণ করেও সবজি বীজ ব্যাঙ্ক তৈরির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র কাজ করছে।

সুন্দরবনে বাঁধ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য বা বাদাবন তৈরি

সুন্দরবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যায়ক্রমে বাঁধ ভাঙা প্রতিহত করতে সংগঠন ম্যানগ্রোভ অরণ্য সৃষ্টি বিষয়ে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি হাতে কলমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ২ ব্লকের নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২ কিলোমিটার নদী বাঁধ সংলগ্ন ম্যানগ্রোভ চারা লাগানো হয়। এই কাজে সামান্য পারিশ্রমিকে ৩০ জন গ্রামবাসী উৎসাহের সঙ্গে নিযুক্ত হয়েছিল। ৭ মাস সময়ের জন্য গাছের চারা দেখভালের জন্য ১ জন কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। ওই এলাকায় বাদাবন তৈরিতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্র সুন্দরবন সহ বিভিন্ন জেলায় সবুজায়নের লক্ষ্যে গাছ লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই লক্ষ্যে সচেতনতা প্রচারের কাজকে নানা কর্মসূচির সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

শ্রমজীবী বাজার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে সমবায় উদ্যোগে শ্রমজীবী বাজার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই লক্ষ্যে আগ্রহী গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে সমবায় সমিতির সদস্য সংগ্রহ করা হয়। ইতিমধ্যে ৪২৫ জন সদস্যের কাছ থেকে মাথাপিছু ১০০ টাকা করে সদস্য পদ চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমজীবী বাজারের জন্য রায়দিঘিতে একটি দোকান ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। অতি শীঘ্রই শ্রমজীবী বাজার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

তাঁতি ও স্বনির্ভর উদ্যোগ

২০২১–২২ আর্থিক বছরে নদিয়ার ফুলিয়ার ৪ জন মহিলা রায়দিঘিতে সমবায় উদ্যোগে শ্রমজীবী বাজারের জন্য ১৪০ টি শাড়ি তৈরি করেছেন। এছাড়া মধু চা বাগানের ৪ জন মহিলা ২০০ টি কুর্তি বানিয়েছেন বিক্রির জন্য।

প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পরেই বাদুতে আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। কেন্দ্রের উদ্যোগে নানা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উদয়িনী স্যোসাল অ্যাকশনের পক্ষ থেকে ৮ অক্টোবর, ২০২১ থেকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণে ৩৩ জন সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া ২৩ নভেম্বর, ২০২১ থেকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণে ৯৩ জন সমাজকর্মী অংশগ্রহণ করেন। ২২ নভেম্বর, ২০২১, দুর্বার মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই প্রশিক্ষণে ৭৬ জন সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ২টি পর্যায়ে একদিনের প্রশিক্ষণে যথাক্রমে ৪৫ জন ও ৫৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার প্রতিরোধ

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সক্রিয়ভাবে লিঙ্গ-ভিত্তিক পারিবারিক ও সামাজিক হিংসার প্রতিরোধে সফলভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ হয়েছে। এই কাজের ফলে গ্রামীণ কর্মজীবী নারীদের সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং মেদিনীপুরের মতো জেলার বিভিন্ন ব্লকে সালিশি কমিটি গঠন করা থেকে আইনি সহায়তা, নারীর অধিকার, দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে গ্রামীণ কর্মজীবী নারীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, গ্রাম পর্যায়ে এইসব কাজে বিপুল সংখ্যক নারী, তরুণ ও তরুণীদের সফলভাবে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং করোনা অতিমারীর কারণে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণার সাথে এই কাজের বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়। এই কঠিন সময়ে আমরা কাজ করার নতুন পদ্ধতি এবং কৌশল তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলাম।। কিছু প্রোগ্রাম এবং প্রকল্প যা দূর থেকে পরিচালনা করা যায় না তা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে হয়েছিল। পরবর্তী মাসগুলিতে, কাজের ধারা এবং জনগণের অংশগ্রহণে, ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আমরা নারীর প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক হিংসায় আক্রান্ত ভুক্তভোগী নারীদের আইনি সহায়তা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। ২০২০ সালের বেশিরভাগ সময় লকডাউন এবং আদালত বন্ধ থাকার কারণে, পারিবারিক হিংসা নিষ্পত্তির জন্য আলাপ আলোচনার সভা করা সম্ভব হয়নি। এই বছরের অর্থাৎ ২০২১, জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত কেন্দ্র হিংসা আক্রান্ত ২৫৮ জন (সালিশি) নারীর পারিবারিক বিবাদ মীমাংসায় সাহায্য করেছে। নতুন করে ৭৪ টি মামলা শুরু হয়েছে মহকুমা ও জেলা আদালতে এবং হাইকোর্টে। মোট মামলা চলছে ১৬৫ টি।

ডিজিটাল সাক্ষরতা

কেন্দ্র তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সাক্ষরতার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছে। জনগণকে এখন হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফোন কলের মাধ্যমে প্রকল্প, নীতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, বিশেষ অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপ এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সহজ এবং আকর্ষণীয় বাংলা পোস্টারের মাধ্যমে একই কথা জানানো হচ্ছে। ভিডিও কল, কনফারেন্স কল ইত্যাদির মতো নতুন প্রযুক্তিগুলি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও ভাল যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

জানুয়ারী ২০১১ সাল থেকে, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে যৌথভাবে পুরুলিয়া জেলার বড়াবাজার ব্লকে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা চালাচ্ছে, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের তহবিলের সহায়তায় ডাক্তার এবং তার স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্য সাধারণ মানুষদের পরিষেবা প্রদান করা হয়, এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ওষুধ, বিনামূল্যে প্যাথলজিকাল পরীক্ষা এবং এক্স-রে ও করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ওই ব্লকে মোট ১৪৬ টি চিকিৎসা শিবিরে ১৬৫৮৪ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেক্ষ্য, জরুরি রোগীর চিকিৎসা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কোন জরুরি রোগীকে চিকিৎসা না করে হাসপাতাল থেকে ফেরত পাঠানো সংবিধান লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে। এই বিষয়ে একজন কৃষিকর্মীকে চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা হয়েছিল, তারপর একটি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসার অধিকারের প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টে যায়। সেই সুপ্রিমকোর্ট মামলায় কেন্দ্র সাহায্য করেছিল। এই মামলার পর সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল যে জরুরি চিকিৎসা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের। হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কর্মীদের রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা পূরণ না করা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাগত এবং চিকিৎসা সহায়তা

কেন্দ্র প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেরা সামাজিক নানা কাজ করলেও অন্যান্য সংগঠনের ও ব্যক্তি বিশেষকে শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য সহায়তা ও খাদ্য সামগ্রি দিয়ে সাহায্য করে থাকে। কেন্দ্র নিতাই প্রামাণিক, বিনয় কেরাকাট্টা, রাজেন্দ্র চৌধুরী, সন্ধ্যা মণ্ডল, কুতুব আলিদের চিকিৎসার জন্য সহায়তা দিয়েছে। নারায়ন মাহাতকে শ্রবণ যন্ত্র কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সন্ধ্যা মণ্ডলকে মাসিক ঘর ভাড়ার জন্য নিয়মিত সহায়তা দিয়ে চলেছে। পাশাপাশি নেহা দত্ত একজন দুঃস্থ ছাত্রীকে পাঠ্য পুস্তক কেনার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু অসহায় মানুষকে চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্র ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আলোচনা, সভা ও কর্মশালার মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকে। কেন্দ্র যুব সদস্যদের কাছে বিদ্যাসাগরের জীবন, মূল্যবোধ, শিক্ষা এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রচার করেছে এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ জীবনে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছে। কেন্দ্র এমন কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে যেগুলো লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে অপ্রকাশিত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শিক্ষা ও বিভিন্ন অশ্রুত পর্বগুলোকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। এমনকি ইউনেস্কো এই কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধানী হয়েছে, রোকোয়াকে ইতিহাসের নারী বলে সম্বোধন করেছে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে এই মূল্যবোধ শিক্ষা কার্যক্রমকগুলি চালিয়ে যাওয়া হবে।

২১ ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন

জন সংহতি কেন্দ্র সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রচার ও উদ্‌যাপনের জন্য অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরেও ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ –এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। দুই দিনব্যাপী উদ্‌যাপনে, বাদু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এর আশেপাশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রয়াসে রাজ্যের চারপাশের লোক শিল্পীদের তাদের ঐতিহ্যগত শিল্প উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলা, কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা এবং যৌথ কাজ

কেন্দ্র, উত্তর ২৪ পরগনার মহেশ্বরপুর নবারুন ক্লাব সহ অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনকে গরিব মানুষদের খাবার বিতরণ করার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া এনডাভার সংগঠন পরিচালিত বস্তিবাসীদের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য করেছে। এছাড়া আশ্রমিকদের ওষুধ কেনার জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কেন্দ্র গত ৩৮ বছরে অনেক সাহায্য সহযোগিতা, অনেক প্রতিকূলতা বিরোধিতা–অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। অনেক কাজ হয়েছে–বাকি রয়েছে আরও অনেক কাজ। সুখের বিষয়, আগামী প্রজন্মের অনেকেই এই কর্মযজ্ঞে এগিয়ে আসছেন। প্রবীণ ও নবীনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রের কাজ আরও অর্থবহ ও সুদূর প্রসারী হবে এই আশা নিয়েই আমরা নতুন উদ্দমে আগামী দিনে এগিয়ে চলব। কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীদের সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন, ইএসআই চালু করা হয়েছে। তেমনি ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতায় কর্মীদের দ্রুত আনার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিগত দিনে কেন্দ্রের কাজ পরিচালনার জন্য সকল সদস্য ও সদস্যাদের সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। পাশাপাশি সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

পরবর্তী কার্যকরী সমিতির জন্য সকলের তরফ থেকে রইল আন্তরিক প্রত্যাশা ও শুভেচ্ছা।